গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬
www.dpe.gov.bd

স্মারক নং.৩৮.০১.০০০০.৬০১.১৮.০২৫.১৯/২৫৭(১৩১)

তারিখ: ১৫ কার্তিক ১৪২৬
৩১ অক্টোবর ২০১৯

বিষয়ঃ সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহে ২০২০ শিক্ষাবর্ষে বি.এড/এম.এড ডেপুটেশন প্রদান।

সূত্র: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর স্মারক নং ৪৫১৭, তারিখঃ ২৭/১০/২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহে ২০২০ শিক্ষাবর্ষে বি.এড/এম.এড কোর্সে ডেপুটেশনের নিমিত্ত ২০০৭-২০০৮ এবং ২০১৩-১৪ সালে প্রণীত বিএড/এমএড প্রশিক্ষণে প্রার্থী নির্বাচন ও ডেপুটেশন প্রদানের নীতিমালা অনুযায়ী এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্কুলার অনুসরণপূর্বক আগ্রহী পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসির কর্মকর্তা, পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের মধ্য হতে নির্ধারিত কোটা অনুসরণপূর্বক ১০/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে নিম্নের "ছক" মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পাঠ্যক্রম ও গবেষণা শাখায় হার্ড কপি (এক্সেল সফট কপি e-mail: adptidpe@yahoo.com) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

"ছক"

ক্র নং	[illegible] নাম	প্রার্থীর নাম, পদবি ও কর্মস্থল	জন্ম তারিখ (৩০ শে জুন ২০১৯ তারিখে ৪৫ বৎসরের ঊর্ধ্বে নয়)।	সরকারি চাকরিতে ও বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ	সি-ইন-এড /ডিপিএড পাশের সন	শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিভাগ ও সাল)	কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে ইচ্ছুক	বিগত ২ বছরে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৩৩% এর উপর নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর শতকরা হার।	বিগত ২ বছরের সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৫০% এর উপর নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

২। আবেদনের প্রেক্ষিতে ডেপুটেশনের আদেশ জারি করা হলে তা বাতিলের সুযোগ থাকবে না।

৩। এ বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন রয়েছে।

৩১/১০/১৯
রোখসানা পারভীন
সহকারী পরিচালক (পাঠ্যক্রম ও গবেষণা)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
e-mail: adptidpe@yahoo.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়
খুলনা বিভাগ, খুলনা।

স্মারক নং-বিপ্রাশিকা/খুবিখু/সা-গঃ/৫-১৫/(বিএড/এমএড ডেপুটেশন)/১৩/২২৭৬/২৪৫ তারিখঃ ১৮ কার্তিক - ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
০৩ নভেম্বর - ২০১৯ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ

১। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল), খুলনা বিভাগ। মূল পত্রের আলোকে ২০০৭-২০০৮ এবং ২০১৩-২০০১৪ সালে প্রণীত বিএড/এমএড প্রশিক্ষণে প্রার্থী নির্বাচন ও ডেপুটেশন প্রদানের নীতিমালা অনুযায়ী **২০২০ শিক্ষাবর্ষে বি.এড/ এম এড কোর্সে ডেপুটেশনের নিমিত্ত নির্ধারিত ছকে আগামী ০৭/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে হার্ডকপি ও Excel sheet- এ সফটকপি** অত্র দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩। সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই (সকল), খুলনা বিভাগ। মূল পত্রের আলোকে ২০০৭-২০০৮ এবং ২০১৩-২০০১৪ সালে প্রণীত বিএড/এমএড প্রশিক্ষণে প্রার্থী নির্বাচন ও ডেপুটেশন প্রদানের নীতিমালা অনুযায়ী **২০২০ শিক্ষাবর্ষে বি.এড/ এম এড কোর্সে ডেপুটেশনের নিমিত্ত নির্ধারিত ছকে আগামী ০৭/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে হার্ডকপি ও Excel sheet- এ সফটকপি** অত্র দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (সকল), খুলনা বিভাগ। মূল পত্রের আলোকে প্রয়োজনীয়া ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৫। ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার (সকল), খুলনা বিভাগ। মূল পত্রের আলোকে প্রয়োজনীয়া ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। অফিস কপি।

সংযুক্ত: ১। ২০২০ শিক্ষা বর্ষে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি,
২। ২০১৩-১৪ শিক্ষা বর্ষে নীতিমালা,

(মেহেরুন নেছা)
বিভাগীয় উপ-পরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
ফোনঃ ০৪১-৮১৩৭২৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬
www.gov.dpe.bd

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পিটিআই ইন্সট্রাক্টর/ইউআরসি কর্মকর্তা ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের এম.এড. প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থী নির্বাচন ও ডেপুটেশন প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি।

১। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে এম.এড. কোর্সের জন্য নিম্নরূপভাবে ডেপুটেশন মঞ্জুর করা হবে ঃ

(ক) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ৫০ জন, ও
(খ) পিটিআই ইন্সট্রাক্টর/ইউআরসি কর্মকর্তা/পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ৩০ জন।

২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ এবং পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা/ইন্সট্রাক্টরের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে নিজ নিজ জেলার এম.এড. প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক পিটিআই ইন্সট্রাক্টর/ইউআরসি কর্মকর্তা/পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নামের তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

৩। এভাবে প্রাপ্ত তালিকা থেকে নির্বাচিত পিটিআই ইন্সট্রাক্টর/ইউআরসি কর্মকর্তা/পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে এম.এড. প্রশিক্ষণে ডেপুটেশন প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে।

৪। সংশ্লিষ্ট তালিকা প্রণয়নকারী কর্মকর্তাগণ শিক্ষকশিক্ষিকাগণের নামের তালিকা সুপারিশ করার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বন্টন অনুসরণ করবেন ঃ

(ক) বিভাগীয় ভিত্তিতে (বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ক্ষেত্রে) ঃ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা
(১)	ঢাকা বিভাগ	১৪ জন
(২)	চট্টগ্রাম বিভাগ	৯ জন
(৩)	রাজশাহী বিভাগ	৬ জন
(৪)	খুলনা বিভাগ	৭ জন
(৫)	বরিশাল বিভাগ	৪ জন
(৬)	সিলেট বিভাগ	৩ জন
(৭)	রংপুর বিভাগ	৭ জন
সর্বমোট -		৫০ জন

(খ) প্রত্যেক পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট এম.এড. প্রশিক্ষণ কোর্সে ডেপুটেশনের জন্য শুধুমাত্র ১ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর/ইউআরসি কর্মকর্তা অথবা পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

৫। নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক পিটিআই ইন্সট্রাক্টর/ইউআরসি কর্মকর্তা বা শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এম.এড. কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য আগামী ২৬ মে ২০১৩ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিসার বা পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট-এর দপ্তরে আবেদন দাখিল করতে পারবেন ঃ

ক) বয়স অনুর্দ্ধ ৪৫(পয়তাল্লিশ) বৎসর।

খ) প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষকগণের অবশ্যই সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

গ) ঢাকা বিভাগীয় প্রার্থীদেরকে ভর্তি ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে কোন ২টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে।

৬। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানা/উপজেলার বিদ্যালয়ভিত্তিক নিজ নিজ পদে যোগদানের জ্যেষ্ঠতা এবং পিটিআই ইন্সট্রাক্টর/ইউআরসি কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে চাকুরিতে জ্যেষ্ঠতাক্রম অনুযায়ী নিম্নলিখিত ছকে নামের তালিকা তৈরি করতে হবে ঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	প্রার্থীর নাম, পদবী ও কর্মস্থল	জন্ম তারিখ	চাকুরিতে যোগদানের তারিখ	বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬

শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিভাগসহ)	কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে ইচ্ছুক	বিগত ২বৎসরে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ৩৩/%এর উপরে নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর শতকরা হার	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ৫০% এর উপরে নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর শতকরা হার
৭	৮	৯	১০

৭। প্রণীত তালিকা উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ কর্তৃক ২৩ শে মে ২০১৩ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ কর্তৃক ২৭ শে মে ২০১৩ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় উপ-পরিচালক-এর অফিসে প্রেরণ করতে হবে। বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ ৩০ শে মে ২০১৩ তারিখের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পাঠ্যক্রম ও গবেষণা শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

৮। প্রার্থীকে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ডেপুটেশন দেয়া হবে তাঁকে ঐ মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে। ডেপুটেশন প্রাপ্তদের টি.টি কলেজ সমূহে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।

৯। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রেরিত নামের তালিকা হতে ডেপুটেশন দেয়া হবে বিধায় ডেপুটেশনের জন্য পেশকৃত আবেদনপত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে না পাঠিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও পিটিআই অফিস সমূহে সংরক্ষণ করতে হবে।

১০। কোন ভুল তথ্য পরিবেশন করা হলে সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহকারী কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।

১১। কোন আবেদনপত্র জেলা/উপজেলা শিক্ষা অফিসার বা পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে বা টি.টি কলেজসমূহে পাঠাবেন না।

১২। অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতীত কেহ ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ডেপুটেশন প্রার্থনা করলে তা মঞ্জুর করা সম্ভব হবে না এবং এরূপ ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৩। একই বিদ্যালয় হতে ২ জন শিক্ষককে ডেপুটেশন দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে সুপারিশ করার সময় সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যে সকল পরীক্ষণ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪ জন বা তার কম শিক্ষক আছে সে সকল বিদ্যালয় হতে ডেপুটেশন দেওয়া হলে অন্য বিদ্যালয় থেকে সংযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষকের সংখ্যা সমন্বয় করতে হবে।

১৪। ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্লাশ রুটিন সমন্বয় সাধন করতে হবে।

১৫। সি-ইন-এড বা বি.এড. প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরবর্তী ২টি সেশন অতিবাহিত হওয়ার পুর্বে এম.এড. কোর্সে ডেপুটেশন দেয়া হবে না।

১৬। ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ শেষে ন্যুনপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে সরকারি চাকুরিতে অবশ্যই নিয়োজিত থাকবেন মর্মে অংগীকার নামা দাখিল করবেন।

১৭। একবার ডেপুটেশন লাভের পর আরেকবার ডেপুটেশন প্রদানের জন্য প্রার্থীর ন্যুনপক্ষে ২ বৎসরের চাকুরিকাল হতে হবে।

১৮। প্রশিক্ষণকালে ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে তাঁদের বর্তমান কর্মস্থল হতে অন্যত্র বদলি করা যাবে না এবং তাঁদের স্থলে অন্য কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ বা বদলি করা যাবে না। ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রত্যেক মাসে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হতে হাজিরা সংগ্রহ করে কর্মস্থলে জমা দিবেন এবং কর্মস্থল হতে যথারীতি আইনানুগ বেতন ভাতাদি গ্রহণ করবেন।

১৯। সফলভাবে কোর্স সমাপ্ত করে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে অব্যাহতি না দেয়া পর্যন্ত তাঁদেরকে নিজ কর্মস্থলে যোগদান করতে দেয়া হবে না। মঞ্জুরকৃত ডেপুটেশনের মেয়াদ কোনক্রমেই বর্ধিত করা যাবে না।

এস এম মেসবাহউল ইসলাম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

স্মারক নং ওডি/শি-প্রাই/পিটিআই/২০১৩/ ১৪৪/৬৫০

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪২০ / ১২ মে ২০১৩

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। পরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩। অধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ...।
৪। উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/রাজশাহী/ চট্টগ্রাম/খুলনা/রংপুর/সিলেট/বরিশাল বিভাগ।
৫। উপ-পরিচালক, সকল (অত্র অধিদপ্তর), ...।
৬। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল), ... (থানা/উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের নিকট হতে নামের তালিকা সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালকগণের নিকট প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে)।
৭। সুপারিনটেনডেন্ট,পিটিআই (সকল), ...পিটিআই, ...।
৮। থানা/উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সকল), ... জেলা .....। (তার আওতাধীন সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণকে নীতিমালার কপি প্রেরণ ও শিক্ষকগণের মধ্যে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৯। সংরক্ষণ নথি।

মোঃ খোরসেদুল আলম চৌধুরী
সহকারী পরিচালক (পাঠ্যক্রম ও গবেষণা)
ফোন : ৯০০০২৮৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা

বিষয়ঃ ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও পরীক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকাগণের বি.এড./এম.এড. প্রশিক্ষণে প্রার্থী নির্বাচন ও ডেপুটেশন প্রদানের নীতিমালা।

১। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪০০ জন শিক্ষকশিক্ষিকা ও ২২ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও পরীক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষকশিক্ষিকাগণের বি.এড. কোর্সে এবং ৫০ (পঞ্চাশ) জন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকশিক্ষিকা ও ৩০ (ত্রিশ) জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও পরীক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষকগণের এম.এড. কোর্সে ডেপুটেশন দেয়া হবে।

২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালকগণের মাধ্যমে নিজ নিজ জেলার বি.এড.ও এম.এড. প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিম্নরূপ সংখ্যাভিত্তিক নামের তালিকা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

৩। বি.এড. ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে-
ক) ৫ বা এর কম সংখ্যক থানা/উপজেলা বিশিষ্ট জেলা হতে ৪ (চার) জন শিক্ষক শিক্ষিকা।
খ) ৬ হতে ১০ সংখ্যক থানা/উপজেলা বিশিষ্ট জেলা হতে ৬ (ছয়) জন শিক্ষক শিক্ষিকা।
গ) ১০ এর বেশি সংখ্যক থানা/উপজেলা বিশিষ্ট জেলা হতে ৭ (সাত) জন শিক্ষক শিক্ষিকা।

৪। এম.এড. প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষক শিক্ষিকাগণের নিম্নরূপ সংখ্যাভিত্তিক নামের তালিকা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন:

ক) ঢাকা বিভাগ- ১৪ (চৌদ্দ) জন।
খ) চট্টগ্রাম বিভাগ- ৯ (নয়) জন।
গ) রাজশাহী বিভাগ ১৩ (তের) জন।
ঘ) খুলনা বিভাগ ৭ (সাত) জন।
ঙ) বরিশাল বিভাগ ৪ (চার) জন।
চ) সিলেট বিভাগ ৩ (তিন) জন।
সর্বমোট : ৫০ জন।

৫। নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক শিক্ষক শিক্ষিকাগণের বি.এড.ও এম.এড. এর জন্য আবেদন করতে হবে।
ক) থানা/উপজেলার বিদ্যালয়ভিত্তিক নিজ নিজ পদে যোগদানের জ্যেষ্ঠতা।
খ) বয়স অনুর্দ্ধ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বৎসর।

৬। বি.এড. এবং এম.এড. কোর্সে ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষকগণের অবশ্যই সি ইন এড প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

৭। শিক্ষক শিক্ষিকাগণের বি.এড. কোর্সে ডেপুটেশনের জন্য মাধ্যমিক হতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যন্ত যে কোন একটি পরীক্ষায় ২য় বিভাগ এবং এম.এড. কোর্সে ডেপুটেশনের জন্য যে কোন ২টি পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি ২য় বিভাগ থাকতে হবে।

৮। ঢাকা বিভাগীয় প্রার্থীদেরকে ভর্তি ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে কোন ২টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে। নিম্নলিখিত ছকে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী নামের তালিকা তৈরি করতে হবে।

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	প্রার্থীর নাম, পদবী ও কর্মস্থল	জন্ম তারিখ	সরকারি চাকুরিতে যোগদানের তারিখ	বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬

শিক্ষাগত যোগ্যতা (বিভাগসহ)	কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে ইচ্ছুক	বিগত ২ বৎসরে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ৩৩% এর উপর নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর শতকরা হার	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ৫০% এর উপরে নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর শতকরা হার
৭	৮	৯	১০

এ তালিকা ২০/০৫/২০০৭ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় উপপরিচালক-এর অফিসে প্রেরণ করবেন [illegible]
৩০/০৫/২০০৭ তারিখের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠ্যক্রম ও গবেষণা শাখায় প্রেরণ করবেন

১০। প্রার্থীকে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ডেপুটেশন দেয়া হবে তাঁকে ঐ মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে

১১। ডেপুটেশন প্রাপ্তদের টি.টি. কলেজসমূহে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় না। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রেরিত না[illegible] তালিকা হতে ডেপুটেশন দেয়া হবে, বিধায় ডেপুটেশনের জন্য পেশকৃত আবেদনপত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে না [illegible] প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসমূহে জমা রাখতে হবে। কোন ভুল তথ্য পরিবেশন করা হলে সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহকারী কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।

১২। বিভাগীয় উপপরিচালক কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিকার বাহিরে কোন শিক্ষক শিক্ষিকাকে ডেপুটেশন প্রদান করা হবে না। তাই টি.টি. কলেজসমূহে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অথবা ডেপুটেশনে প্রশিক্ষণের জন্য তালিকা বহির্ভূত কারও কোন আবেদনপত্র জেলা/উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে বা টি.টি. কলেজসমূহে পাঠাবেন না।

১৩। অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতীত কেহ ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ডেপুটেশন প্রার্থনা করলে তা মঞ্জুর করা যাবে না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৪। একই বিদ্যালয় হতে ২জন শিক্ষককে ডেপুটেশন দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে সুপারিশ করার সময় সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যে সকল পরীক্ষণ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪ (চার) জন বা তার কম শিক্ষক আছে সে সকল বিদ্যালয় হতে কোন শিক্ষককে ডেপুটেশন দেয়া হবে না।

১৫। ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার ক্লাশ রুটিন সমন্বয় সাধন করতে হবে।

১৬। সি ইন এড বা বি.এড. প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরবর্তী ২টি সেশন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে বি.এড.বা এম.এড. কোর্সে ডেপুটেশন দেয়া যাবে না।

১৭। পিটিআই সুপার সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকের মাধ্যমে বি.এড প্রশিক্ষণ কোর্সে ডেপুটেশনের জন্য শুধুমাত্র ১ (এক) জন করে ইন্সট্রাক্টর অথবা পরীক্ষণ বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকার নাম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

১৮। পিটিআই সুপারগণ সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকের মাধ্যমে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের এম.এড পড়তে ইচ্ছুক শুধুমাত্র ১ জন করে ইন্সট্রাক্টর অথবা পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার নাম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

১৯। ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ শেষে ন্যূনপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি চাকুরিতে অবশ্যই নিয়োজিত থাকবেন এ মর্মে অংগীকার নামা দাখিল করবেন।

২০। ডেপুটেশন প্রদানের জন্য প্রার্থীর ন্যূনপক্ষে চাকুরিতে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২১। প্রশিক্ষণকালে ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে তাঁদের বর্তমান কর্মস্থল হতে অন্যত্র বদলি করা যাবে না এবং তাদের স্থলে অন্য কোন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ বা বদলি করা যাবে না। ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা প্রত্যেক মাসে প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হতে হাজিরা সংগ্রহ করে কর্মস্থলে জমা দিবেন এবং কর্মস্থল হতে পূর্বের ন্যায় আইনানুগ বেতন ভাতাদি গ্রহণ করবেন।

২২। কোর্স সমাপ্ত করে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে অব্যাহতি না দেয়া পর্যন্ত তাঁদেরকে নিজ কর্মস্থলে যোগদান করতে দেয়া হবে না। প্রশিক্ষণ সময়ে থিসিস গ্রহণের জন্য ডেপুটেশনের মেয়াদ কোনক্রমেই বর্ধিত করা যাবে না।

মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন
পরিচালক (প্রশাসন)

স্মারক নং: প্রাশিঅ/প্রশিক্ষণ/বিবিধ/২০০৪/...

তারিখ: ২৭ বৈশাখ ১৪১৪
মে ২০০৭

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন ঢাকা।
২। পরিচালক (সকল) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ ঢাকা।
৩। অধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়...
৪। উপপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
৫। উপপরিচালক সকল (অত্র অধিদপ্তর) ....
৬। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার .... নিকট হতে তাঁদের নামের তালিকা সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকগণের নিকট প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। অতি জরুরী ভিত্তিতে থানা/উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের
৭। সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই (সকল) .... পিটিআই...
৮। থানা/উপজেলা শিক্ষা অফিসার .... জেলা.. তাঁর আওতাধীন সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণকে নীতিমালার কপি প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।
৯। সংরক্ষণ নথি।

১৭/৫/২০০৭
শাহ সুফী মোহাম্মদ আলী রেজা
সহকারী পরিচালক [illegible]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

স্মারক নং- ১৬(৭৬৯)জাতী:বি:/রেজি:/অ্যাকা:/প্রফেশনাল ভর্তি/২০২০/৪৫১৭ তারিখ ঃ ২৭/১০/২০১৯

২০২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স (প্রফেশনাল) ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

(সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহের জন্য চলমান শিক্ষাবর্ষ প্রযোজ্য হবে)

ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট: (www.nu.ac.bd/admissions)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাস্টার্স (প্রফেশনাল) কোর্সে পাঠদানকারী কলেজসমূহে চলমান শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী বিএড/বিপিএড/বিএমএড/বিএসএড/এমএড/এমএসএড/এমপিএড/এলএলবি শেষ পর্ব ভর্তি কার্যক্রমের অনলাইন প্রাথমিক আবেদন ০৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ বিকাল ৪টা থেকে শুরু হয়ে ১৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত চলবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে আগ্রহী প্রার্থীদের প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে এবং এর প্রিন্ট কপি নিয়ে আবেদন ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকাসহ আবেদন ফরমে উল্লিখিত কলেজে ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। ২০২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স (প্রফেশনাল) প্রোগ্রামে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাস ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে শুরু হবে। এ ভর্তি কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য, সময়সূচি ও ফলাফল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের (www.nu.ac.bd/admissions) **Important Notice/Prospectus (Masters Professional)** অপশন থেকে জানা যাবে। এছাড়া SMS (nu<space>atpm<space>roll no টাইপ করে 16222 নাম্বারে send করতে হবে) এর মাধ্যমে শুধুমাত্র মেধা তালিকার ফলাফল জানা যাবে।

১। আবেদনের যোগ্যতা ও শর্তাবলী

ক) **২০২০ শিক্ষাবর্ষে ব্যাচেলর অব এডুকেশন [বিএড], ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন [বিপিএড], ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন [বিএমএড], ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন [বিএসএড] কোর্সে আবেদনের যোগ্যতা:**

i) **মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষকগণের বিএড কোর্সে আবেদনের যোগ্যতা ও শর্তাবলী:**
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষকগণকে বিএড কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন না করে সরাসরি প্রার্থিত সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে (অর্থাৎ যে কলেজে ডেপুটেশন দেয়া হয়েছে) ০৩ থেকে ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে। এ ধরণের আবেদনকারীকে কলেজ কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল নম্বরপত্র ও সনদপত্র, ডেপুটেশন প্রাপ্তির অফিস আদেশ, শিক্ষকতার প্রত্যয়ন পত্রের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মূলকপি, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সম্প্রতি তোলা ছবি ও আবেদন ফি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজে জমা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহ তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এ সকল আবেদন পত্র যাচাই-বাছাই করে আবেদনকারীদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও প্রয়োজনীয় তথ্য ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে ডিন, স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র বরাবর প্রেরণ করবেন।

ii) **ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষক ব্যতীত অন্যান্য আবেদনকারীদের বিএড কোর্সে আবেদনের যোগ্যতা ও শর্তাবলী:**
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/ইউজিসি স্বীকৃত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩ বছর মেয়াদী স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান) অথবা ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.২৫ পেতে হবে।
ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষক ব্যতীত অন্যান্য আবেদনকারীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের Master's Tab এ গিয়ে **Blank Data Entry Form (Masters Prof.)** অপশন থেকে নির্ধারিত সময়ে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।

iii) **বিপিএড/বিএমএড/বিএসএড কোর্সে আবেদনের যোগ্যতা ও শর্তাবলী:**
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/ইউজিসি স্বীকৃত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩ বছর মেয়াদী স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান) অথবা ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.২৫ পেতে হবে।
বিপিএড কোর্সে প্রাথমিক আবেদনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স ৩৫ বছরের অধিক হবে না (৩১/১২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত) তবে শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। এক্ষেত্রে আবেদনকারীর বয়স ও কোর্সভিত্তিক যোগ্যতার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ যাচাই করবেন।

খ) **২০২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার অব এডুকেশন [এমএড] কোর্সে ভর্তি যোগ্যতা:** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **বিএড/বিএমএড** পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে ন্যূনতম সিজিপিএ/জিপিএ ২.২৫ পেতে হবে।

গ) **২০২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার অব স্পেশাল এডুকেশন [এমএসএড] কোর্সে ভর্তি যোগ্যতা:** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **বিএসএড/বিএড/বিএমএড** পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে ন্যূনতম জিপিএ ২.২৫ পেতে হবে।

ঘ) **২০২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন [এমপিএড] কোর্সে ভর্তি যোগ্যতা:** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত **বিপিএড** পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে ন্যূনতম জিপিএ ২.২৫ পেতে হবে।

ঙ) **২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ব্যাচেলর অব ল' [এলএলবি] শেষ পর্বে ভর্তি যোগ্যতা :** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৫ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এলএলবি ১ম পর্ব পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৪০% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে ন্যূনতম জিপিএ ২.০ পেতে হবে।

চ) **প্রাথমিক আবেদন ফরমে আবেদনকারীর কোন তথ্য/ছবি অসত্য, ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে তার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।**

ছ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন শিক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে অধ্যয়নরত কোন শিক্ষার্থী ২০২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স (প্রফেশনাল) প্রোগ্রামের কোন কোর্সে ভর্তি হতে পারবে না। তবে পূর্বের ভর্তি বাতিলপূর্বক ২০২০ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স (প্রফেশনাল) কোর্সে ভর্তি হতে পারবে।

২। ২০২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স (প্রফেশনাল) ভর্তি কার্যক্রমে প্রাথমিক আবেদনের সময়সূচি

ক্রমিক	করণীয়	তারিখ
ক)	অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণের তারিখ:	০৩/১১/২০১৯ থেকে ১৬/১১/২০১৯
খ)	আবেদনকারীর প্রিন্ট করা প্রাথমিক আবেদন ফরমটির নির্ধারিত স্থানে তারিখসহ স্বাক্ষর করে আবেদন ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আবেদন ফরমে উল্লিখিত কলেজে জমা দেয়ার তারিখ:	০৪/১১/২০১৯ থেকে ১৭/১১/২০১৯
গ)	কলেজ কর্তৃক প্রাথমিক আবেদন ফরম নিশ্চয়ন করার তারিখ:	০৪/১১/২০১৯ থেকে ১৮/১১/২০১৯
ঘ)	কলেজ কর্তৃক আবেদনকারীদের প্রাথমিক আবেদন ফি'র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ [**জনপ্রতি ২০০/-(দুইশত) টাকা হারে**] "সোনালী সেবা" এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতে (ভর্তি ফান্ড) যে কোন সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা দেয়ার তারিখ: [কলেজকে **Login** এর মাধ্যমে Application Payment Info (Masters Prof.) অপশনে ক্লিক করে **Pay Slip** ডাউনলোড করতে হবে এবং এর প্রিন্ট কপি নিয়ে যে কোন 'সোনালী সেবা' প্রদানকারী নিকটস্থ সোনালী ব্যাংক শাখায় নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করতে হবে।]	১৯/১১/২০১৯ থেকে ২৪/১১/২০১৯

৩। মেধা তালিকা প্রণয়ন

ক) সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহে ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষকগণকে বিএড কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পরবর্তীতে এ সকল কলেজে শূন্য আসন সাপেক্ষে অন্যান্য আবেদনকারীদের (অর্থাৎ যারা **Blank Data Entry Form** এর মাধ্যমে আবেদন করেছে) বিএড কোর্সে মেধা তালিকা প্রণয়ন করে কোর্স বরাদ্দ দেয়া হবে।

খ) মাস্টার্স (প্রফেশনাল) কোর্সসমূহে ভর্তির জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের **স্নাতক(পাস)/স্নাতক(সম্মান)/বিএড/বিএড(সম্মান)/বিএমএড/বিএসএড/বিপিএড/এলএলবি পার্ট-১** পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হার অনুযায়ী মেধাক্রম নির্ধারণ করে প্রতিটি কলেজের জন্য আলাদাভাবে কোর্সভিত্তিক মেধা তালিকা তৈরী করা হবে। **যদি দুই বা ততোধিক আবেদনকারীর মেধাক্রম একই হয় তাহলে তাদের মধ্যে যার বয়স কম হবে তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মেধাক্রম প্রণয়ন করা হবে।**

গ) এ ভর্তি কার্যক্রমের ফলাফল পর্যায়ক্রমে মেধা তালিকা, কোটা ও রিলিজ স্লিপের মেধা তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

ঘ) সংশ্লিষ্ট কলেজ User ID, Password ও OTP ব্যবহার করে ভর্তির কোর্সওয়ারী ফলাফল দেখতে পারবে। আবেদনকারী ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটে Login করে অথবা SMS (nu<space>atpm<space>roll no টাইপ করে 16222 নাম্বারে send করতে হবে) এর মাধ্যমে অথবা সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে ফলাফল জানতে পারবে।

৪। প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ সম্পর্কিত করণীয়

ক) আবেদনকারীকে ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের **(www.nu.ac.bd/admissions) Master's Tab**-এ গিয়ে **Apply Now (Masters Prof.)** অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তথ্য ছকে আবেদনকারীর **স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক(পাস)/বিপিএড/বিএড/বিএড(সম্মান)/বিএসএড/বিএমএড/এলএলবি পার্ট-১** পরীক্ষার রোল নম্বর, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, পাসের সন, ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর সঠিকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে।

খ) **Blank Data Entry Form (Masters Prof.)** এর মাধ্যমে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সতর্কতার সংগে নিজের নাম, পিতা/মাতার নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল তথ্য (রোল, রেজি:,পাসের সন, রেজাল্ট ইত্যাদি) নির্ভুলভাবে এন্ট্রি দিতে হবে। **প্রার্থীর স্নাতক পর্যায়ে <u>অর্জিত সনদ ও মার্কশীটের সত্যায়িত কপি স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে</u>।**

গ) **জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন শিক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে অধ্যয়নরত কোন শিক্ষার্থী ২০২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স (প্রফেশনাল) প্রোগ্রামের কোন কোর্সে ভর্তি হতে পারবে না। তবে পূর্বের ভর্তি বাতিলপূর্বক ২০২০ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স (প্রফেশনাল) কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। এ লক্ষ্যে "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্য কোন শিক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে আমি ভর্তি/অধ্যয়নরত নই। দ্বৈত ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী উভয় ভর্তি বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে বাধ্য থাকবো"- মর্মে আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত একটি অঙ্গীকারনামা অনলাইন আবেদনে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। এ শর্ত ভঙ্গ করে কোন শিক্ষার্থী দ্বৈত ভর্তি হলে তার উভয় ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।**

ঘ) এ পর্যায়ে আবেদনকারী তার ভর্তিযোগ্য (**Eligible**) কোর্সের তালিকা দেখতে পাবে। আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী বিভাগ ও জেলাভিত্তিক যে কোন কলেজের নাম **Select** করলে সংশ্লিষ্ট কলেজে মাস্টার্স প্রফেশনাল কোর্সের নাম ও আসন সংখ্যা দেখতে পাবে। এই তালিকা থেকে আবেদনকারীকে সতর্কতার সংগে তার প্রার্থিত কোর্সের পছন্দ নির্ধারণ করতে হবে।

ঙ) মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/আদিবাসি/প্রতিবন্ধী/পোষ্য(Ward) কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে তথ্য ছকের নির্দিষ্ট স্থানে তার জন্য প্রযোজ্য কোটা **Select** করতে হবে। কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত মূল সনদপত্র থাকতে হবে। একজন আবেদনকারী এক বা একাধিক কোটায় যোগ্য হলে কোটার পছন্দক্রম নির্ধারণ করে দিতে হবে।

চ) ফরম পূরণের সময় আবেদনকারীর পাসপোর্ট আকারে সম্প্রতি তোলা রঙ্গিন ছবি **Scan** করে আপলোড করতে হবে। ছবির মাপ হবে ১২০×১৫০ pixels, Image Type: jpg এবং maximum file size:50Kb.

ছ) সঠিক তথ্য ও ছবিসহ ছক পূরণ করে **Submit Application** অপশনে ক্লিক করতে হবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারীর রোল নম্বর ও পিন কোড প্রদর্শিত হবে এবং আবেদনকারীকে ফরমটি ডাউনলোড করে [**A4** (8.5"×11") অফসেট সাদা কাগজে] প্রিন্ট (Print) নিতে হবে। **আবেদনকারীর <u>ছবি ব্যতীত অন্য কোন ছবি প্রাথমিক আবেদন ফরমে আপলোড করা হলে তার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে</u>।**

জ) প্রাথমিক আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট কলেজে জমাদানের পূর্বে কোন প্রার্থী তার প্রাথমিক আবেদন ফরমটি বাতিল/ত্রুটিপূর্ণ ছবি পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক হলে তাকে **Applicant Login (Masters Prof.)** অপশনে গিয়ে আবেদন ফরমে উল্লিখিত রোল নম্বর ও পিন কোড এন্ট্রি দিতে হবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারীকে **Form Cancel/Photo Change Option** এ গিয়ে **Click to Generate the OTP** লিংক ক্লিক করতে হবে। এ সময়ে আবেদনকারী তার আবেদন ফরমে উল্লিখিত ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে **SMS** এর মাধ্যমে **One Time Password (OTP)** পাবে। এই **OTP** এন্ট্রি দিয়ে আবেদনকারী তার আবেদন ফরমটি বাতিলপূর্বক নতুন করে আবেদন ফরম পূরণ ও সঠিক ছবি আপলোড করতে পারবে।

ঝ) প্রাথমিক আবেদন ফরমের সংগে আবেদনকারীর স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত নম্বরপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত কপি, দ্বৈত ভর্তি সম্পর্কিত অঙ্গীকারনামার কপি ও প্রাথমিক আবেদন **ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকা** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজে জমা দিতে হবে।

৫। রিলিজ স্লিপে আবেদন সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য

যে সকল আবেদনকারী মেধা তালিকায় স্থান পাবে না, ভর্তি বাতিল করবে অথবা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েও বরাদ্দকৃত কোর্সে ভর্তি হবে না, সে সকল আবেদনকারী শূন্য আসন সাপেক্ষে তিনটি কলেজে আলাদাভাবে কোর্স নির্ধারণ করে রিলিজ স্লিপের জন্য আবেদন করতে পারবে। **কলেজ কর্তৃক যে সকল আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন নিশ্চয়ন করা হবে না তারা রিলিজ স্লিপে আবেদন করতে পারবে না।**

৬। কলেজ কর্তৃপক্ষের করণীয়

ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত **User ID** ও **Password** দিয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজ তাদের ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Login করবে। প্রাথমিক আবেদন ফরম/চূড়ান্ত ভর্তি নিশ্চয়নের সময় **Click to Generate the OTP** অপশনে গিয়ে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে SMS এবং একইসংগে কলেজের E-mail এর মাধ্যমে **One Time Password (OTP)** পাবে। এই OTP ব্যবহার করে প্রার্থীদের প্রাথমিক আবেদন/চূড়ান্ত ভর্তি নিশ্চয়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ভর্তির কার্যক্রমের সংগে সংশ্লিষ্ট দুই জন দায়িত্বশীল শিক্ষকের মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর ডিন, স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র বরাবর ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।

খ) কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক আবেদন ফরম নিশ্চয়নের পূর্বে আবেদন ফরমে আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত সকল তথ্য ও ছবি অত্যন্ত সতর্কতার সংগে যাচাই করে নিতে হবে। কোন প্রাথমিক আবেদন ফরমে আবেদনকারীর তথ্য বা ছবির অসংগতি পাওয়া গেলে কলেজ কর্তৃক আবেদন ফরমটি নিশ্চয়ন না করে আবেদনকারীকে অনলাইনে আবেদন ফরমটি বাতিলপূর্বক নতুন করে আবেদন করার পরামর্শ দিতে হবে। অন্যথায় ভুল তথ্য অথবা **ত্রুটিপূর্ণ ছবি (আবেদনকারী ব্যতীত অন্য কোন ছবি) দিয়ে কোন আবেদনকারী মাস্টার্স (প্রফেশনাল) প্রোগ্রামে আবেদন করলে তার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।**

গ) সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহকে **০৩ থেকে ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক** বিএড কোর্সে ভর্তির জন্য ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষকগণের আবেদন ফরম (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ফরমেট অনুযায়ী), শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল নম্বরপত্র ও সনদপত্র, ডেপুটেশন প্রাপ্তির অফিস আদেশ, শিক্ষকতার প্রত্যয়ন পত্রের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মূলকপি, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সম্প্রতি তোলা ছবি ও আবেদন ফি জমা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজকে এ সকল আবেদন পত্র যাচাই-বাছাই করে আবেদনকারীদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও প্রয়োজনীয় তথ্য ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে ডিন, স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র বরাবর প্রেরণ করতে হবে। **জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষকগণের চূড়ান্ত ভর্তির অনুমোদন দেয়ার পরে এ সকল আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন ফি ও রেজিস্ট্রেশর ফি সোনালী সেবার মাধ্যমে জমা নেয়া হবে।** এছাড়া ডেপুটেশন প্রাপ্ত শিক্ষক ব্যতীত অন্যান্য আবেদনকারীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যথা নিয়মে আবেদন করবে।

ঘ) **Blank Data Entry Form (Masters Prof.)** এর মাধ্যমে যে সকল আবেদনকারী আবেদন করবে, তাদের প্রাথমিক আবেদন ফরম যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর নাম, পিতা/মাতার নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল তথ্য, আবেদনকারীর দাখিলকৃত নম্বর ও সনদপত্র শিক্ষকতার প্রত্যয়ন পত্রের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মূলকপি এবং ছবির সংগে মিলিয়ে নিতে হবে। এ ধরণের আবেদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজ **"প্রাথমিক আবেদন ফরমে**

আবেদনকারীদের প্রদত্ত সকল তথ্য ও ছবি সঠিক"- মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্রসহ আবেদন ফরমের কপি এবং যাচাইকৃত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যায়িত করে (অধ্যক্ষ কর্তৃক) সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের একটি তালিকা প্রাথমিক আবেদন নিশ্চয়নের তিন দিনের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন (স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র) দপ্তরে প্রেরণ করবেন। প্রত্যয়নপত্র ছাড়া **Blank Data Entry Form** এ আবেদনকারীদের কোন মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে না।

ঙ) আবেদন ফরমে সকল তথ্য সঠিক মনে হলে প্রাথমিক ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকা জমা রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজকে সকল আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন ফরম অনলাইনে নিশ্চয়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজকে Login অপশনে গিয়ে **Applicant's Approval (Masters Prof.)** লিংকের মাধ্যমে প্রাথমিক আবেদন নিশ্চয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

চ) **২০২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স (প্রফেশনাল) ভর্তি কার্যক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফিসের হার নিম্নরূপ:**

প্রাথমিক আবেদন ফি:

i) প্রাথমিক আবেদন ফি	= ৩০০/- (তিনশত) টাকা [জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ ২০০/- (দুইশত) টাকা ও কলেজের অংশ ১০০/-(একশত) টাকা]

কোর্সওয়ারী রেজিস্ট্রেশন ফি

কোর্সের নাম	ফিসের ধরণ	ফিসের হার
i) ব্যাচেলর অব এডুকেশন ii) মাস্টার অব এডুকেশন iii) মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন iv) এল এল বি [শেষ পর্ব]	i) শিক্ষার্থী প্রতি রেজিস্ট্রেশন ফি ii) শিক্ষার্থী প্রতি ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ফি iii) শিক্ষার্থী প্রতি বিএনসিসি ফি iv) শিক্ষার্থী প্রতি রোভার স্কাউট ফি	= ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা = ২০/- (বিশ) টাকা = ৫/- (পাঁচ) টাকা = ১০/- (দশ) টাকা মোট ১,২৩৫/- (এক হাজার দুইশত পঁয়ত্রিশ) টাকা
i) ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন ii) ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন iii) মাস্টার অব স্পেশাল এডুকেশন iv) ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন	i) শিক্ষার্থী প্রতি রেজিস্ট্রেশন ফি ii) শিক্ষার্থী প্রতি ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ফি iii) শিক্ষার্থী প্রতি বিএনসিসি ফি iv) শিক্ষার্থী প্রতি রোভার স্কাউট ফি	= ১,০০০/ (এক হাজার) টাকা = ২০/- (বিশ) টাকা = ৫/- (পাঁচ) টাকা = ১০/- (দশ) টাকা মোট ১,০৩৫/- (এক হাজার পঁয়ত্রিশ) টাকা
i) শিক্ষার্থী প্রতি ভর্তি বাতিল ফি ii) শিক্ষার্থী প্রতি ভর্তি পুন:বহাল ফি	= ৭০০/- (সাতশত) টাকা = ৭০০/- (সাতশত) টাকা	

ছ) **প্রাথমিক আবেদন ফি' সোনালী সেবায় পরিশোধ:** সংশ্লিষ্ট কলেজ প্রাথমিক আবেদন ফি'র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত অংশ [প্রতি আবেদনকারী থেকে ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে] সোনালী সেবার মাধ্যমে পরিশোধ করবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজ Login এর মাধ্যমে Application Payment Info (Masters Prof.) অপশনে ক্লিক করে Pay Slip ডাউনলোড করবে। Pay Slip এ সংশ্লিষ্ট খাতের সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- **0218100003245** উল্লেখপূর্বক মোট টাকার অংক লেখা থাকবে এবং এর প্রিন্ট কপি নিয়ে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় সোনালী সেবার মাধ্যমে ফি জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করতে হবে।

জ) **রেজিস্ট্রেশন ফি' সোনালী সেবায় পরিশোধ:** সংশ্লিষ্ট কলেজ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফি'র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত অংশ [প্রতি শিক্ষার্থী থেকে কোর্সভিত্তিক বর্ণিত হারে টাকা] সোনালী সেবার মাধ্যমে পরিশোধ করবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজ **Login** এর মাধ্যমে Admission Payment Info (Masters Prof.) অপশনে ক্লিক করে Pay Slip ডাউনলোড করবে। Pay Slip এ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স (প্রফেশনাল) "রেজিস্ট্রেশন ফি" খাতের সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- **0218100000134** উল্লেখপূর্বক মোট টাকার অংক লেখা থাকবে এবং এর প্রিন্ট কপি নিয়ে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় সোনালী সেবার মাধ্যমে ফি জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করতে হবে।

ঝ) **এই ভর্তি নির্দেশিকার যে কোন নিয়মাবলী/ধারা/উপধারা সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।**

স্বাক্ষরিত/-
(প্রফেসর ড. মো: আনোয়ার হোসেন)
ডিন (ভারপ্রাপ্ত)
স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৪
ফোন : ৯২৯১০৭৮
ই-মেইল: pgdeanoffice@gmail.com
তারিখ ঃ ২৭/১০/২০১৯

স্মারক নং- ১৬(৭৬৯)জাতী:বি:/রেজি:/অ্যাকা:/প্রফেশনাল ভর্তি/২০২০/৪৫১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সকল বিভাগীয় প্রধান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩। মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪। পরিচালক, তথ্য ও প্রযুক্তি (আইসিটি) দপ্তর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো)
৫। পরিচালক, অর্থ ও হিসাব, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
৬। পরিচালক, জনসংযোগ, তথ্য ও পরামর্শ দফতর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো)
৭। সচিব, ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন সেল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
৮। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন সেল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
৯। সচিব, ভাইস চ্যান্সেলর দপ্তর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
১০। সহকারী রেজিস্ট্রার, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর দপ্তর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
১১। অফিস কপি।

উপ-রেজিস্ট্রার (প্রফেশনাল)
স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৪